যুগান্তর

21 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

রাবিতে ৪০ বছরে ৪১ হত্যা বিচার হয়নি একটিরও

হাসান আদিব, *রাবি*

১৯৭৬ সাল। প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া না দেয়ায় নৃশংস হত্যার শিকার হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী নীহার বানু। বীভৎস সেই ঘটনার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ডের শুরু। আশির দশকে জামায়াত-শিবিরের উত্থানে শুরু হয় রাজনৈতিক সংঘর্ষ। অস্ত্রের ঝনঝনানিতে একের পর এক ঝরতে থাকে মেধাবী তরুণ। এভাবে ৪০ বছরে ৪১টি চাঞ্চল্যকর হত্যার ঘটনা ঘটেছে। সেই মিছিলে রয়েছেন চারজন অধ্যাপকও।

প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ডের পরই উত্তাল হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস। শোক, প্রতিবাদ ও বিচার দাবিতে রাস্তায় নামেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। পরে সরকারের মন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের আশ্বাসে থেমে যায় আন্দোলন। তবে এ পর্যন্ত একটি হত্যাকাণ্ডেরও বিচার প্রক্রিয়া শেষ হয়নি। কয়েকটির রায় হলেও উচ্চ আদালতে আপিল করায় নিষ্পত্তি হয়নি মামলা। ফলে দণ্ডও কার্যকর করা যায়নি ঘাতকদের।

সর্বশেষ বৃহস্পতিবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব আবদুল লতিফ হলের ড্রেন থেকে উদ্ধার করা হয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র মোতালেব হোসেন লিপুর লাশ। রাতে হলের কক্ষ থেকে রুমমেটের অগোচরে 'উধাও' হয়ে যান তিনি। সকালে হল ডাইনিংয়ের রান্নাঘরের পাশের ড্রেনে তার লাশ পাওয়া যায়।

২০১৪ সালের ৪ এপ্রিল শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন ছাত্রলীগ নেতা রুস্তম আলী। অভিযোগ ওঠে— অসাবধানতায় ছাত্রলীগের এক নেতার পিস্তলের গুলিতে তিনি নিহত হন। তবে ছাত্রলীগ হত্যাকাণ্ডে শিবিরকে দায়ী করে। ঘটনার আড়াই বছর পার হলেও এ হত্যার ক্লু উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। আদালতে চার্জশিট না দেয়ায় শুরু হয়নি বিচার প্রক্রিয়া।

চলতি বছরের এপ্রিলে রাজশাহী নগরীর শালবাগান এলাকায় নিজ বাড়ির একটু দূরে দুর্বৃত্তদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন হন ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. এএফএম রেজাউল করিম সিদ্দিকী। পুলিশ দাবি করে হত্যাকাণ্ডে জেএমবি জড়িত। তবে ছয় মাস পার হলেও এখনও চার্জশিট জমা দিতে পারেনি তদন্ত কর্মকর্তা।

২০১২ সালের ১৫ জুলাই পদ্মা সেতু নির্মাণে উঠানো চাঁদার টাকা ভাগাভাগি নিয়ে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয় ছাত্রলীগ নেতা আবদুল্লাহ আল হাসান সোহেল। ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে শাহ্ মখদুম হলে ছাত্রলীগ কর্মী ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

রাবিতে ৪০ বছরে ৪১ হত্যা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ফারুক হোসেনের হাত-পায়ের রগ কেটে নৃশংসভাবে হত্যা করে শিবির ক্যাডাররা। পরে তার লাশ হলের পেছনে ম্যানহোলে ফেলে রাখে ঘাতকরা। ২০১০ সালের ১৫ আগস্ট অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ছাত্রলীগ কর্মী নাসরুল্লাহ নাসিমকে ছাদ থেকে ফেলে দেয় দলীয় নেতাকর্মীরা। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

আশির দশকে ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবিরের উত্থানে রাজনৈতিক সংঘর্ষ বাড়তে থাকে। ১৯৮২ সালে ১১ মার্চ প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে শিবিরের সংঘর্ষে ছাত্রলীগ কর্মী মীর মোশতাক এলাহী নিহত হন। সংঘর্ষে সাব্বির আহমেদ, আবদুল হামিদ, আইয়ুব আলী ও আবদুল জব্বার নামে চার শিবিরকর্মীও নিহত হয়। ১৯৮৮ সালে আসলাম হোসাইন ও আজগর আলী নামে দুই ছাত্র নিহত হয়। তাদের শিবির নিজেদের কর্মী দাবি করে। ওই বছরের মে মাসে শিবির ক্যাডাররা ছাত্রমৈত্রী নেতা জামিল আকতার রতনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ১৯৮৯ সালে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে সংঘর্ষে শিবির নেতা শফিকুল ইসলাম নিহত হয়। একই বছরের শেষদিকে সংঘর্ষ চলাকালে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় জাসদ ছাত্রলীগ নেতা শাহজাহান সিরাজ এবং পত্রিকার একজন হকার। ১৯৯০ সালে শিবির নেতা খলিলুর, ১৯৯২ সালে জাসদ ছাত্রলীগ নেতা ইয়াসির আরাফাত পিন্টু ও ছাত্রলীগ কর্মী মুহাম্মদ আলী নিহত হন। ১৯৯২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী একটি বাড়িতে বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণে শিবির ক্যাডার আজিবরসহ চারজন নিহত হন। একই বছরে জাসদ ছাত্রলীগ নেতা মুকিম নিহত হয়। ১৯৯৩ সালে শিবির-ছাত্রদল সংঘর্ষে মুহাম্মদ ইয়াহিয়া নামে এক ছাত্র নিহত হয়। একই বছরের ফেব্রুয়ারিতে সংঘর্ষে ছাত্রদল নেতা বিশ্বজিৎ, ছাত্র ইউনিয়ন নেতা তপন রায়, শিবির নেতা মুস্তাফিজুর রহমান এবং রবিউল ইসলাম নিহত হয়। ১৯৯৫ সালে সংঘর্ষে ইসমাঈল হোসেন সিরাজী নামে এক ছাত্র নিহত হয়। ওই বছরের ফেব্রুয়ারিতে ছাত্রমৈত্রী নেতা দেবাশীর্ষ ভট্টাচার্য রুপমকে বাস থেকে নামিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে শিবির ক্যাডাররা। ১৯৯৬ সালে ছাত্রদল নেতা আমানউল্লাহ আমানকে কুপিয়ে হত্যা করে শিবির। ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক এস তাহেরকে খুন করা হয়। এ হত্যা মামলার রায় হলেও আইনি জটিলতায় রায় এখনও কার্যকর হয়নি। ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে সকালে প্রাতঃভ্রমণে বের হয়ে সন্ত্রাসীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহত হন অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ ইউনুস। ২০১০ সালে ছাত্রলীগ, শিবির ও পুলিশের ত্রিমুখী সংঘর্ষে হাফিজুর রহমান ও ২০১৪ সালে একই রকম সংঘর্ষে শাহিনুর রহমান নিহত হন। ২০১৪ সালের ১৫ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চৌদ্দপাই এলাকায় নিজ বাড়ির সামনে খুন হন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শফিউল ইসলাম। এ ব্যাপারে রাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মো. শহীদুল্লাহ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর মূলত রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে বেশি হত্যার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ প্রশাসনের যথাযথ ভূমিকার অভাবে বিচার প্রক্রিয়া থমকে আছে। এ ধরনের ঘটনা বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ বিচারহীনতার সংস্কৃতি।